312

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ JUL 11 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

নবম শ্রেণীর ইংরেজি সিলেবাস প্রসঙ্গে

চলতি শিক্ষা বৎসর হইতে নবম শ্রেণীর ইংরেজি সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজিতে দুর্বল। নূতন সিলেবাস তাহাদের জন্য যে সুফল বহিয়া আনিবে না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। প্রসঙ্গত নব্বই দশকের প্রথম দিকে 'প্রশ্ন ব্যাংক' চালুর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রশ্ন ব্যাংকের কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মূল বই পাঠের প্রয়োজন হয় নাই। প্রশ্ন ব্যাংক হইতে প্রশ্নোত্তর মুখস্ত করিতে পারিলেই পঞ্চাশ-এর মধ্যে পঞ্চাশ নম্বর মিলিয়া যাইত। রচনামূলক অংশে দুই-তিন নম্বর পাইলেই দ্বিতীয় বিভাগ আর দশ নম্বর পাইলেই প্রথম বিভাগ নির্ধারিত ছিল। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর ছিল না। নবম শ্রেণীর জন্য প্রণীত নূতন সিলেবাস সম্পর্কে সেই একই কথা বলা যায়।

ছাত্র-ছাত্রীদিগকে 'কমিউ-নিকেটিভ' ইংরেজি শিখাইতে যাইয়া তাহাদিগকে একেবারেই 'নন কমিউনিকেটিভ'-এর অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া দেওয়া হইল। ভাষা শিক্ষার কোন সহজ পথ না থাকিলেও কতকগুলি নির্ধারিত পথ আছে। সেই সমস্ত নির্ধারিত পথে বিচরণ করিলে সহজে কোন একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু বর্তমান সিলেবাসে সেইরূপ কোন পথেরই সন্ধান দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক ভাষাতেই ব্যাকরণ বা গ্রামার আছে। আর একটি বিদেশী ভাষা শেখার জন্য গ্রামারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য অথচ এই নূতন সিলেবাসে গ্রামার সম্পূর্ণ পরিহার করা হইয়াছে। তবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামারের কয়েকটির সূত্র থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই নগণ্য। 'সুন্দর' ও 'সৌন্দর্য'-এই দুইটি পদ সমার্থবোধক হইলেও একার্থবোধক নহে। উহাদের ব্যবহার জানিতে হইলে ব্যাকরণ শিখিতে হইবে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের সাধারণ জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ভাষা ব্যবহারের অতি সামান্য জ্ঞানই নূতন সিলেবাসে পাওয়া যায়। ইংরেজি ট্রানস্লেশন একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে মাতৃভাষায় ধারণা গঠন করিয়া সেই ধারণাকে রূপান্তর করিবার রীতি চালু রহিয়াছে বহুকাল হইতে। এক্ষেত্রে ট্রানস্লেশন বাদ দিয়া ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে। 'কমপ্রিহেনশন'-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র উভয়টিতে উহার জন্য রাখা হইয়াছে ৪০+৪০ = ৮০ নম্বর, যাহা অযৌক্তিক। কমপ্রিহেনশন বলিতে বুঝিবার জন্য মনের কার্য বা ক্ষমতাকেই বুঝায়। মনের ভাব প্রকাশ করিবার কোন ক্ষমতা বা কার্য কমপ্রিহেনশন-এর মধ্যে থাকে না। উপলব্ধি করা আর লব্ধিত জ্ঞান প্রকাশ করা এক প্রক্রিয়া নহে। দুইটি ভিন্ন প্রক্রিয়া। একটি প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য একটি প্রক্রিয়া চরমভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং 'কমিউনিকেটিভ' ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

গাইডেড রাইটিং(নিয়ন্ত্রিত লেখা) অনেকটা খাঁচায় পোষা পাখির মত। খাঁচায় আবদ্ধ পাখিকে যাহা দেওয়া হয়, তাহাই খায় আর শিখানো গান গায়। খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিত্য-নূতন কলা-কৌশল সম্পর্কে সে থাকে নিতান্তই অজ্ঞ। বাহিরের ঝড়-ঝাপটা, আলো-বাতাস সম্পর্কে তাহার তেমন কোন জ্ঞান থাকে না। নূতন পরিবেশ, নূতন কর্ম-কৌশল সম্পর্কেও কোন আগ্রহ থাকে না। তাহার সিলেবাসে নিয়ন্ত্রিত লেখার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীন ও সৃষ্টিশীল চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নবম শ্রেণীর জন্য ইংরেজি বিষয়ে যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনুকূল নহে।

আবুল কালাম আজাদ,
এম,এ,এম,এড, প্রধান শিক্ষক,
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল,
জাহাঙ্গিরাবাদ,
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট, বগুড়া।